দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 08 MAY 2008
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

স্বীকৃতির চার বছরেও হয়নি এমপিওভুক্তি

দু'বছর ধরে রায়পুর মহিলা কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ

লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক অফিস

আর্থিক দৈন্যদশা আর নানা সংকটে বন্ধের উপক্রম হয়েছে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর মহিলা কলেজ। গত দু'বছর ধরে বন্ধ রয়েছে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা। বোর্ড-স্বীকৃতি লাভের চার বছরেও হয়নি এমপিওভুক্তি। রয়েছে শ্রেণী কক্ষ, লাইব্রেরী আর বিজ্ঞানাগার সংকট। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মাথায় উপজেলার স্বতন্ত্র নারী শিক্ষার সর্বোচ্চ এ বিদ্যাপীঠটির দৈন্যদশা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে প্রায় পাঁচশ ছাত্রীর অভিভাবক, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের। শুরুতে ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ানো, শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা, শিক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং গরীব মেধাবী ছাত্রীদের অর্থ সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও করেন কলেজের উদ্যোক্তা ও পরিচালনা কমিটি। মূলত তখন বিভিন্ন বেসরকারী অনুদান, সরকারী সাহায্য এবং রায়পুর পৌর এলাকার ধণাঢ্য ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তায় কলেজের ব্যয় মেটানো হতো। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটির প্রশংসাযোগ্য রেজাল্ট এবং এলাকার নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ২০০৪ সালেই কুমিল্লা বোর্ড এটিকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি লাভের প্রথম বছরে ২০০৫ সালে ৭৫ জন ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৬১ জন পাস করে। পাসের হার ছিল শতকরা ৮১%। ২০০৬ সালে ১৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৯৯ জন এবং ২০০৭ সালে ১২২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৬ জন শিক্ষার্থী পাস করে শতকরা ৭৭% পাসের গৌরব অর্জন করে। বর্তমানে ২০০৮ সালের ফল প্রত্যাশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬৫ জন এবং এ বছর কলেজটিতে ভর্তি হয়েছে ১৮৩ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু অদ্যাবধি কলেজটির এমপিওভুক্তি হয়নি। বর্তমানে বন্ধ করেছে দান-অনুদান। ফলে প্রকট হতে শুরু করে আর্থিক দৈন্যতা। কলেজের অভ্যন্তরীণ ব্যয় মেটানো দুরূহ হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় ছাত্রীদের নানা সুযোগ-সুবিধা। গত দু'বছর ধরে কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। অনেক শিক্ষক টিউশনি করে কোন মতে সংসার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে অধিকাংশই মানবেতর জীবনযাপন করছে। শুরুতে দাতা সদস্যরা অর্থ সহায়তা দিলেও বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়ায় শিক্ষকদের ধরে রাখা এবং শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখার সকল সুবিধা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। কলেজের শিক্ষক মোঃ মোতাসিম বিল্লা মহিম, মাজহারুল আনোয়ার টিপু, ইসমাইল হোসেন, কর্মচারী মোতালেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন; এভাবে আর চলে না। এমপিওভুক্তির আশায় চাকরি ছেড়ে অন্যত্রও যেতে পারি না, আবার সংসারও চলছে না ঠিক মতো। এভাবে চললে খুব শীঘ্রই চাকরী ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে হবে। তারা আরো বলেন, সামগ্রিক দিক থেকে কলেজের কার্যক্রম অন্য যে কোন কলেজের চেয়ে ভালো হলেও এ কলেজের এমপিও'র ব্যাপারে যেন কারো কিছু করার নেই।